সরকারি জমি জবরদখলমুক্তি অভিযান প্রশাসনের

বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল মালদহের সেই ক্লাব

স্টাফ রিপোর্টার,মালদহ : মালদহ শহরের বাঁধরোডের ধারে সরকারি জমি জবরদখল করে গজিয়ে ওঠা সেই দোতলা ক্লাবঘরটি সোমবার সাতসকালেই বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল জেলা প্রশাসন। শনিবার আচমকা ওই এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে বেআইনি ক্লাবঘরটির হদিশ পেয়েছিলেন জেলাশাসক কৌশিক ভট্টাচার্য। তিন দিনের মধ্যে সেই জবরদখল সরিয়ে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। এদিন ভোরে সেখানে বুলডোজার সহকারে হাজির হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। ছিলেন জেলা প্রশাসনের কয়েকজন ম্যাজিস্ট্রেট। ভেঙে ফেলা হয় ক্লাবঘরটি। বাঁধরোডের ধারে সরকারি জমি জবরদখল করে গজিয়ে উঠেছে বেশ কিছু দোকান। এমনকী, সেখানে সরকারি জমি জবরদখল করে একটি পাকাপোক্ত গুদামঘর তৈরি করে রেখেছেন এক দাপুটে নেতা বলে অভিযোগ। সেই সমস্ত জবরদখল উচ্ছেদ করতে জেলাশাসক নির্দেশ দিয়েছেন। এদিন দুপুরেও জেলাশাসক কৌশিক ভট্টাচার্য প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে ওই এলাকা পরিদর্শন করেন। সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) আর ভিমলা এবং জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিক সুকান্ত সাহা। ক্লাবঘরটির কতটুকু অংশ ভেঙে ফেলা হয়েছে, কতটুকু বাকি রয়েছে, তা জেলা শাসক নিজেই খতিয়ে দেখেন। প্রশাসন সূত্রের খবর, ভগ্নদশায় পড়ে থাকা সরকারি কিছু বিল্ডিংও নতুন করে তৈরি করা হবে।

ভেঙে দেওয়া হচ্ছে সেই ক্লাবঘর। —হরেন চৌধুরি

দীর্ঘ প্রায় দশ বছর ধরে জেলা প্রশাসনের কর্তাদের নাকের ডগায় সরকারি জমির উপর ওই ক্লাবঘরটি চলছিল। এ সি মেশিন লাগানো একদম বিলাসবহুল ক্লাবঘর। দেদার মোচ্ছবও চলত সেখানে বলে অভিযোগ। সেই ক্লাবের দেওয়াল ঘেঁষেই জেলা পুলিশ সুপারের অফিস। পাশেই আদালত। আর ঢিলছোড়া দূরেই জেলাশাসকের দফতর। শহরের এক দাপুটে নেতার ভয়ে এতদিন কর্তারা ব্যবস্থা নেওয়ার সাহস পাননি। ক্লাবঘরটি ভেঙ্গে ফেলার পর শহরের নাগরিকদের মধ্যে এমনই ফিসফিসানি শোনা যাচ্ছে। তবে এখন আর সেই নেতার . দাপট নেই। নয়া জেলাশাসক হিসাবে মালদহে দায়িত্ব নিয়েছেন কৌশিক ভট্টাচার্য। তিনিই প্রথম এই জবরদখল উচ্ছেদ করতে উদ্যোগ নেন।

শনিবার জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে দুপুর বারোটা নাগাদ সেই বেআইনি ক্লাবঘরে হাজির হন জেলাশাসক কৌশিক ভট্টাচার্য। সঙ্গে ছিলেন পুলিশ সুপার অর্ণব ঘোষও। প্রশাসনের জেলা স্তরের আধিকারিকদের নিয়ে আচমকা অভিযানের সময় ক্লাব সদস্যরা হুড়মুড় করে বেরিয়ে পালিয়ে যান। একদিকে আদালত, অন্যদিকে পুলিশ সুপারের অফিস। আর জেলাশাসকের পুল গ্যারেজ লাগোয়া সরকারি জমির উপর কীভাবে গজিয়ে উঠেছে বাতানুকূল দোতলা ক্লাবঘর! যা দেখে কার্যত.. অবাক হয়ে যান জেলাশাসক কৌশিক ভট্টাচার্য। তিন দিনের মধ্যে ক্লাবঘরটি ভেঙে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি।

উত্তর দিনাজপুরে প্রশাসনিক বৈঠকে মন্ত্রী

সময়ে উন্নয়নের কাজ শেষ করতে কড়া বার্তা রবীন্দ্রনাথের

নিজস্ব সংবাদদাতা,রায়গঞ্জ: নিম্নমানের কাজ হচ্ছে। এত টাকা খরচ হচ্ছে, কিন্তু সময়মতো কাজ না করায় সরকারের ভাবমূর্তি খারাপ হচ্ছে। এসব বরদাস্ত করা হবে না। উত্তর দিনাজপুরে উন্নয়মূলক কাজের অগ্রগতি নিয়ে বৈঠকে এভাবেই কড়া বার্তা দিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

সোমবার দুপুরে কর্ণজোড়ায় জেলা প্রশাসনের ভবনে উত্তর দিনাজপুরের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন দফতরের আধিকারিক-সহ জেলাশাসকের সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মন্ত্রী। উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজের মান নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের কড়া সমালোচনা করেন তিনি। শাসকদলের বিধায়ক ও এবং জেলার মন্ত্রীর সামনেই রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বলেন, "টেন্ডারের মাধ্যমে যেসব এজেন্সিকে কাজ দেওয়া হচ্ছে, খোঁজ নিয়ে দেখা যাচ্ছে, একই পরিবারের বাবা, মা এবং ছেলের নামে একাধিক কাজ নিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে। এতে সরকারের ভাবমূর্তি খারাপ হচ্ছে। পূর্ত দফতরের এক একটা রাস্তা পাঁচ বছরে প্রায় কোনও ক্ষতি হয় না। অথচ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের এই জেলার কাজ কাজ এতটাই নিম্নমানের যে, এক বছরেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ইঞ্জিনিয়াদের একটা অংশ ঘরে বসে এস্টিমেট করছে। সাইট পরিদর্শন করছেন না।" মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ উপস্থিত তৃণমূলের জেলা বিধায়ক এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতির উদ্দেশে সপ্তাহে অন্তত দু'দিন জেলার উন্নয়নমূলক কাজ ঘুরে দেখার পরামর্শ দেন।

রায়গঞ্জে প্রশাসনিক বৈঠকে মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। —দীপিকা দে

পাশাপাশি এদিন উত্তর দিনাজপুরের উন্নয়নে একগুচ্ছ প্রকল্পের কথাও জানান মন্ত্রী। এর জন্য প্রায় ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। মন্ত্রী জানান, ইসলামপুরে প্রেক্ষাগৃহ সংস্কার করা হবে। কালিয়াগঞ্জের হাসপাতাল রোডে প্রায় সাড়ে তিন বিঘা জমিতে নতুন টাউন হল তৈরিতে প্রায় সাত কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এছাড়াও কালিয়াগঞ্জ পুর এলাকা এলইডি লাইটে সাজানো, ডালখোলা কলেজে অতিরিক্ত ক্লাসঘর নির্মাণের জন্য টাকা বরাদ্দ করার কথাও জানান মন্ত্রী।

এদিনের বৈঠকে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী গোলাম রব্বানি, তৃণমূলের জেলা সভাপতি বিধায়ক অমল আচার্য, ইসলামপুর বিধায়ক কানাইয়ালাল আগরওয়াল এবং সভাধিপতি আলেমা নুরি, কালিয়াগঞ্জ ও ডালখোলা পুরপ্রধান-সহ জেলার আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন বিকেলে বিভিন্ন এজেন্সির সঙ্গেও বৈঠক করেন মন্ত্রী।

লোকারণ্য...

(বাঁদিকে) শিলিগুড়িতে ইসকনের উল্টো রথে বিদেশিনীদের উল্লাস। (ডানদিক) জলপাইগুড়িতে উল্টোরথে ভক্তদের ভিড়। —সুবীর এস ও কল্পনা সূত্রধর

লাইসেন্স নিতে হবে দোকানদারদের

শিলিগুড়িতে প্রকাশ্যে মাংস কাটা বন্ধে নোটিস জারি পুরনিগমের

স্টাফ রিপোর্টার, শিলিগুড়ি : প্রকাশ্যে মাংস কাটা বন্ধে শহর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা দোকানগুলিকে নিয়মের আওতায় আনতে চলেছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। একদিকে প্রকাশ্যে মুরগি বা পাঁঠা জবাই করা কিংবা কাটা মাংস সাজিয়ে রাখা, অন্যদিকে রক্ত বা প্রাণীর দেহাংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে দৃশ্যদূষণ তৈরি করা—সবটাই বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এর জন্য প্রাথমিকভাবে মাংসের দোকানগুলিকে লাইসেন্স দিতে উদ্যোগী হয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। এই লক্ষ্যে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে নোটিস জারি। লাইসেন্স দেওয়ার সময়ই যাবতীয় নিয়মকানুনের কথা মাংস বিক্রেতাদের জানিয়ে দেওয়া হবে বলে পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে।

শিলিগুড়ি শহরের বাজার এলাকা তো বটেই, অলিগলিতে গজিয়ে উঠেছে বহু মাংসের দোকান। রাস্তার উপর প্রকাশ্যেই চলছে পাঁঠা বা মুরগি কাটা। ছড়িয়ে থাকছে রক্ত, প্রাণীর দেহাংশ। এ নিয়ে নানা সময় অভিযোগও উঠেছে। প্রকাশ্যে এসব নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আইন থাকলেও তা কার্যকর করার উদ্যোগ এর আগে সেভাবে নেওয়া হয়নি। মাঝেমধ্যে অভিযান হলেও তা সেখানেই থমকে গিয়েছে। এবার এ নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে পুরনিগম। নোটিস জারি করে শহরে মাংসের দোকানগুলিকে লাইসেন্স নেওয়ার কথা জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সাতদিনের মধ্যে মাংস বিক্রেতাদের ওই লাইসেন্স নিতে হবে বলে নোটিসে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পুরনিগম সূত্রের খবর, প্রকাশ্যে মাংস কাটা কিংবা কাটা মাংস ঝুলিয়ে রাখা যত্র তত্র প্রাণীর রক্তাক্ত দেহাংশ ফেলে রাখা যাবে না। কালো কাচ দিয়ে দোকানের সামনে ঢেকে রাখতে হবে। যাতে বাইরে থেকে দেখা না যায়। এছাড়াও মাংসের দোকান চত্বরে সার্বিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। লাইসেন্স দেওয়ার সময়ই ব্যবসায়ীদের এসব শর্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হবে।

শিলিগুড়ির মেয়র অশোক ভট্টাচার্য বলেন, "প্রকাশ্যে মাংস কাটা আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ। এমনটা চলুক আমরা তা চাই না।" পুরনিগমের জঞ্জাল সাফাই বিভাগের মেয়র পারিষদ মুকুল সেনগুপ্ত বলেছেন, "এখন আমরা মাংসের দোকানগুলিকে লাইসেন্সের আওতায় আনতে চলেছি। পরবর্তীতে আইন মেনে ব্যবসা করার কথা মাংস ব্যবসায়ীদের জানিয়ে দেওয়া হবে।" সোমবার পুরনিগমের তরফে শহরের বিধান মার্কেট, হায়দারপাড়ার বেশ কিছু মাংসের দোকানে নোটিস ঝুলিয়ে দিয়ে সাত দিনের মধ্যে তাদের লাইসেন্স নেওয়ার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে মাইকিংও করা হবে।

মালবাজারে চাঞ্চল্য

মদের আসরে যুবক খুন, ধৃত দুই সঙ্গী

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালবাজার .. মদের আসরে বচসার জের। পাথর দিয়ে মাথা থেঁতলে যুবককে খুন করল দুই সঙ্গী। রবিবার রাতে মালবাজার রাঙামাটি চা বাগানের স্প্রিং ফিল্ড ডিভিশনের ঘটনা। স্থানীয় জুনিয়র হাইস্কুলের বারান্দা থেকে বধুয়া ওরাওঁ (৩২) নামে ওই যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। স্থানীয়রা পুলিশকে জানিয়েছেন, রবিবার রাত দশটা নাগাদ ওই স্কুলের বারান্দায় দুই বন্ধুর সঙ্গে মদের আসর বসিয়েছিল বধুয়া। সেখানেই বন্ধুদের সঙ্গে বচসা হয়। এরপর পাথর এবং লাঠি দিয়ে বধুয়ার উপর আক্রমণ করে আইজাক মুণ্ডা (২১) এবং অর্জুন প্রজা (১৯)। তদন্তে নেমে রাতেই স্থানীয় ওই দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে মালবাজার থানার পুলিশ। ওসি সনাতন সিং বলেন, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। মদের আসরে কী নিয়ে বচসা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মৃতের দাদা সিংকু ওরাওঁ বলেন, "ভাই মদ্যপান করে জানি। কিন্তু কারও সঙ্গে কোনও শত্রুতা ছিল না। কেন এমন হল, বুঝতে পারছি না।"

শিশুর মৃতদেহ

স্টাফ রিপোর্টার, কোচবিহার : দেড় বছর বয়সী এক শিশুর মৃতদেহ নয়ানজুলি থেকে উদ্ধার হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে তুফানগঞ্জে। শনিবার থেকে নিঁখোজ ছিল শুভদীপ দাস নামের ওই শিশুটি। অন্দরান ফুলবাড়ি গ্রামের চিলাখানা এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে। বাড়ির সামনে খেলতে খেলতে উধাও হয়ে যায় শুভদীপ। এদিন বাড়ির কাছে এক নয়ানজুলিতে তার মৃতদেহ মেলে।

নজরে রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

উদ্বোধনের ৩ দিনের মধ্যেই ভাঙল হাসপাতালের চাঙড়

নিজস্ব সংবাদদাতা,রায়গঞ্জ : চালু হওয়ার ৭২ ঘন্টার মাথায় নবনির্মিত দশ তলার হাসপাতাল ভবনের কংক্রিট দেওয়াল খসে পড়ল সোমবার। উত্তর দিনাজপুর রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালের পাশে অবস্থিত সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ঘটনা। এদিন ওই নয়া অত্যাধুনিক হাসপাতালের এমার্জেন্সি বিভাগের প্রধান ফটেকের সামনের একাংশ দেওয়াল আচমকা ধসে পড়ে। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। তবে এ ব্যাপারে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রকাশ মৃধা বলেন, "যে এজেন্সি ওই হাসপাতাল নির্মাণ করেছে, তার কর্তাদের তলব করা হবে। "স্বাস্থ্য বিভাগকেও পুরো বিষয়টি জানানো হয়েছে।" **ছবি : দীপিকা দে**

ভেঙে পড়েছে হাসপাতালের চাঙড়। —দীপিকা দে

ভুয়া নিয়োগপত্র নিয়ে কাজে, ধরা পড়ে উধাও

নিজস্ব সংবাদদাতা,রায়গঞ্জ: রাজ্যে প্রায় প্রতিদিনই ভুয়া চিকিৎসক গ্রেফতার হচ্ছে। তার মধ্যে এবার ভুয়া নিয়োগপত্র নিয়ে সরকারি হাসপাতালে চাকরিতে যোগ দিতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলেন এক তরুণী। উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রিসেপশনিস্ট পদে কাজে যোগ দিতে আসেন বেবি দাস নামে মালদহের ওই তরুণী। ধরা পড়ার পরই হাসপাতালে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।

এদিন বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ সাদা কাগজের প্যাডে লেখা একটি নিয়োগপত্র নিয়ে বেবি দাস নামে মালদহের এক তরুণী কাজে যোগ দিতে আসেন। সুপারের ঘরে গিয়ে তিনি রিপোর্টও করেন। কিন্তু নিয়োগপত্র দেখে হাসপাতাল সুপারের সন্দেহ হয়। কারণ নিয়োগপত্রে স্বাস্থ্য ভবনের কোনও সিল বা কোনও আধিকারিকের সইও ছিল না। এমনকী ওই ভুয়া নিয়োগপত্রের প্যাডের মাথায় লেখা ছিল 'রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতাল'। তাতে সন্দেহ আরও তীব্র হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে জানানো হয়। তারপর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। হাসপাতাল সুপার গৌতম মণ্ডল বলেন, "সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের জন্য এই মুহূর্তে কোনও রিসেপশনিস্ট পদে নিয়োগের কথা জানা নেই। তাছাড়া ওই নিয়োগপত্রটি সম্পূর্ণ ভুয়া।" জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রকাশ মৃধা বলেন, "সরকারি কোনও পদে নিয়োগ করা হলে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে এমন কিছু করা হয়নি। তাছাড়া আমরা কোনও নিয়োগপত্র দিইনি। স্বাস্থ্য ভবনে জানানো হয়েছে।"

অভিনব পরিকল্পনা কোচবিহার মৎস্য দফতরের

যেখানে জল, সেখানেই মাছ ছাড়ার উদ্যোগ

স্টাফ রিপোর্টার, কোচবিহার : যেখানে জল সেখানেই মাছ। কোচবিহারে মাছের আকাল কাটাতে এমনই অভিনব উদ্যোগ নিল মৎস্য দফতর। জেলায় যত ডোবা, পুকুর, নয়ানজুলি, দিঘি রয়েছে সব জায়গায় এবার মাছের ডিমপোনা ছাড়বে মৎস্য দফতর। কলকাতায় প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। সেই প্রস্তাব ইতিমধ্যেই অনুমোদন পেয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি মাছের ডিমপোনা ছাড়ার কাজে নামা হবে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা। প্রথম ধাপে নয়ানজুলিগুলিতে ডিমপোনা ছাড়া হবে। কোচবিহার জেলা মৎস্য দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর অলোকনাথ প্রহরাজ বলেন, সব মিলিয়ে কয়েক লক্ষ ডিমপোনা ছাড়া হবে। এর মধ্যে দশ ভাগ বেঁচে গেলেই যথেষ্ট। জেলায় মাছের আকাল অনেকটাই কেটে যাবে। জল শুকিয়ে যাওয়ার আগেই মাছ বড় হয়ে যাবে। বড়শি, জাল দিয়ে সহজেই তা ধরে খেতে পারবে মানুষ।

মৎস্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক ভাবে রুই, কাতলা, মৃগেল, জাপানি পুঁটি, সাইপ্রিনাস কার্পের মতো মাছের ডিমপোনা ছাড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই জেলার হ্যাচারিগুলিতে কয়েক লক্ষ ডিমপোনা উৎপাদন হয়ে গিয়েছে। পরবর্তীতে অন্যান্য মাছ ছাড়া হতে পারে। প্রাথমিকভাবে টার্গেট করা হয়েছে রাস্তার পাশের জলাশয়গুলিকে। এছাড়াও গ্রাম-গ্রামান্তরের যেখানে যা জলাশয় রয়েছে, সেখানেই মাছের এই ডিমপোনা ছাড়া হবে বলে জানিয়েছেন মৎস্য দফতরের আধিকারিকরা।

দফতরের পরিসংখ্যান ও তথ্য অনুযায়ী, কোচবিহারে মাছের রীতিমতো সংকট চলছে। এত জলা থাকতেও মাছের জন্য ভিনরাজ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে চলতে হচ্ছে। যা কাটাতে চাইছেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই জেলায় মাছ উৎপাদনে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। হারিয়ে যেতে বসা বিভিন্ন স্থানীয় মাছকে ফিরিয়ে আনা গিয়েছে। এবার মাছ যাতে সকলের নাগালে আনা যায় তারই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তবে এই উদ্যোগ সফল করা নিয়ে চিন্তাও রয়েছে মৎস্য দফতরের। প্রথমত, ছোট মাছ ধরে নিলে গোটা প্রকল্পটা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি হবে। তাছাড়া বাণিজ্যিকভাবে জেলেরা এই সব মাছ ধরে বিক্রি করলে মূল উদ্দেশ্য বিফলে যাবে। তাই এই দুই সমস্যা মেটাতে পঞ্চায়েতগুলির সঙ্গে সমন্বয় বাড়ানোর উপর জোর দিচ্ছেন দফতরের আধিকরাকিরা। জেলা মৎস্য দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর অলোকনাথ প্রহরাজ বলেন, নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে ছোট অবস্থায় মাছ ধরে ফেললে উদ্যোগ মাঠে মারা যাবে। তাই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। তাদের বলা হচ্ছে জলাশয়গুলির উপর নজরদারি বাড়ানোর জন্য।